সংবাদ

তারিখ 19 DEC 2006
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১৮

প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে প্রকল্প

ইউরোপীয় কমিশন ও আহছানিয়া মিশনের মধ্যে ৭৭ কোটি টাকার চুক্তি সই

র্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে জাতিসংঘের হস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের জাতীয় র্মসূচিতে অবদানের অংশ হিসেবে ৬-১০ বছর য়সী স্কুলের বাইরে অবস্থানকারী শিশুদের উপ-ানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান এবং পরে ানুষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে একটি বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ঢাকা াহছানিয়া মিশন ইউরোপীয় কমিশনের সঙ্গে ত রোববার একটি চুক্তি সই করেছে। ঢাকার লশানস্থ ইউরোপীয় কমিশন অফিসে কমিশনের ক্ষে হেড অফ ডেলিগেশন ড. স্টিফেন ফ্লাউটন বং ঢাকা আহছানিয়া মিশনের পক্ষে মিশন রসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম এই চুক্তিতে ই করেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত লেন ইউরোপিয়ান কমিশনের ফার্স্ট ক্রেটারি নিক টেইলার এবং ঢাকা আহছানিয়া শনের উপনির্বাহী পরিচালক এম. আহছানুর হমান।

চার বছরব্যাপী এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট য় হবে ৮.৮৬ মিলিয়ন ইউরো বা ৭৭ কোটি কা। প্লান বাংলাদেশ, সিসিডিবি, উরপ, দক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র ও সুরভি- এই চটি জাতীয় পর্যায়ের এনজিওকে সঙ্গে নিয়ে কা আহছানিয়া মিশন দেশের ২৪টি জেলার ৮টি উপজেলায় এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। শেষভাবে উপকূলীয় চরাঞ্চল, হাওর, পার্বত্য গ্রামের দুর্গম পাহাড়ি এলাকাসহ, ঢাকা, রায়ণগঞ্জ ও গাজীপুরের বস্তিসমূহ এই র্মসূচির আওতাভুক্ত থাকবে। প্রকল্পের ওতায় স্কুলের বাইরে থাকা এবং স্কুল থেকে রেপড়া ৮৮ হাজার শিশু উপ-আনুষ্ঠানিক থমিক শিক্ষা অর্জনের এবং প্রাথমিক স্কুলের ৬ হাজার পিছিয়ে পড়া শিশু বিশেষ রামমূলক শিক্ষা লাভের সুযোগ পাবে। াড়া আরও ৩৬ হাজার শিশু প্রি-স্কুল র্যক্রমের আওতায় আসবে।

শিশুকেন্দ্রিক শিখন ও শিক্ষণ এবং মাল্টিগ্রেড তিতে শিশুদের শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি চটি মানসম্মত টেকসই প্রাথমিক শিক্ষা র্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার ও লক্ষিত গোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে এই প্রকল্প বিশেষ দান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। সংবাদ